দৈনিক ইনকিলাব 096

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 09 APR 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গনে

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা

শিক্ষাঙ্গন আজ সমস্যায় জর্জরিত, কলুষিত। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক অসন্তোষ, দলাদলি, কোন্দল শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে, শিক্ষাঙ্গন কলুষমুক্ত হতে পারছে না। বিশেষ করে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা আজ প্রতিটি নগর, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা তথা শিক্ষা প্রসারের পথ সংকুচিত হবে—এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

সাবেক আমলের প্রশাসন পদ্ধতিই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুলতঃ দায়ী। শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য বেশ কিছু বর্তমানে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা এতটুকু কার্যকরী হয়েছে বলে বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় না। কারণ বেসরকারী মাধ্যমিব বিদ্যালয়গুলোতে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদেই বহাল থাকেন। তার কোন পরিবর্তন নেই। তিনি প্রধান শিক্ষক এবং সম্পাদকের কাজ করে থাকেন। ফলে ঐ সকল বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, হিসেব-সংরক্ষণ, উন্নয়ন, পরিবর্তন এবং সহকারী শিক্ষকদের পরিচালনার দায়িত্ব তার উপরেই ন্যাস্ত থাকে। আবার দেখা যায় সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারী এবং ঐ এলাকার একজন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বিদ্যালয়ের সভাপতি ও কমিটির সদস্য যারা হন তার প্রায়ই ঐ দুই ব্যক্তির আস্থাভাজন হয়ে থাকেন। এর ফলে, বিদ্যালয়ের প্রশাসন ক্ষমতা কমিটি প্রধানদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে। এই ব্যবস্থায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান এবং তার মতামত অনুসারেই বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালিত হয়। ফলে, উন্নয়নসহ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। কোন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের এই অব্যবস্থা বা সমস্যা সমাধানের জন্য কোন পরামর্শ দিতে গেলে তার চাকরি হারানোর আশংকাই থাকে বেশী। অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের চাকরি থাকা না থাকা প্রধান শিক্ষকের মর্জির উপর নির্ভরশীল। ফলে, সহকারী শিক্ষকবৃন্দ তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যান এবং সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। আবার অনেক সময় বেসরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষমতাসীন অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের অর্থ ব্যাংকে না রেখে নিজ তহবিলে রাখেন এবং অবৈধভাবে খরচ করেন বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে, এর সিংহভাগ বিদ্যালয়ের কল্যাণে ব্যয় না হয়ে তার নিজের কল্যাণেই ব্যয় হয়। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে প্রধান শিক্ষকের যে যোগাযোগ রয়েছে তা অতিক্রম করে সহকারী শিক্ষকদের সমস্যা তুলে ধরার কোন উপায় নেই। তাই তারা শুধু বিদ্যালয়ের ভালটুকু দেখতে পান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এরূপ পরিস্থিতির কারণে কোন কোন বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক তাদের টিচার বেনিফিট বা ভাতা, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি ঠিকমত পান না। আজকের দুর্মূল্যের বাজারে সৎ পেশায় নিযুক্ত থেকে একজন শিক্ষকের স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করতে হলে যোগ্যতা অনুসারে তার বেতনাদি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে সমস্ত দায়-দায়িত্ব অবশ্যই প্রধান শিক্ষকেরই। তিনি যদি সৎ ও সাহসিকতার সাথে সহকারীদের স্বার্থ দেখেন তাহলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

যেহেতু শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাই অর্থ উপার্জনের চিন্তায় মন থাকে ব্যস্ত। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের দায়সারাভাবে পড়িয়ে সরে পড়েন। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের বাড়ীতে ভিড় দেখা যায়। তাই টিউশনীর মাধ্যমে শিক্ষকরা প্রচুর টাকা উপার্জন করে থাকেন। এতে শিক্ষকরা উপকৃত হচ্ছেন বটে; কিন্তু শিক্ষার্থীদের উপকার থেকে অপকারই বেশী হচ্ছে। অনেক শিক্ষক আবার পরীক্ষার ভয় দেখান। পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঐ সকল শিক্ষকদের দেওয়া নোট পড়ে। ফলে প্রকৃত অভাব থেকেই যায়। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্ন কমন না পেলে নিজে কিছু লিখতে পারে না। ফলে নকলের আশ্রয় নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। নির্ভয়ে নকল করে যায়। শিক্ষরাও তাদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেন। এতে নিরীহ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নকলের প্রসারতা দিন দিন এভাবে বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা কি প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না?

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগগুলোতে বিভাগীয় প্রধান বা সভাপতি প্রতি তিন বছর অন্তর পরিবর্তিত হওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে। এতে বিভাগীয় কোন্দল যেমন কমেছে, তেমনি শিক্ষার পরিবেশও কিছুটা সুষ্ঠু হয়ে উঠেছে। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যার সমাধান করতে হলে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় কি-না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

—মিনতি বিশ্বাস